প্যারিসের চিঠি _ এক

ওয়াসিম খান পলাশ

জানা - শুনা আর দেখা এই তিনটি শব্দের পাথক্য কম বেশী সবাই জানি। আজ প্যারসের চিঠি লিখতে বসে আমি নিজেই এই তিনটি শব্দের মুখোমুখী হ্লাম। যখন আমি ক্লাশ ফাইভ এ পড়ি। মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুলে ক্লাশ ফাইভের ছাত্র সে সময় আমার বাবা আমাকে বিশব ডায়রী কিনে দিয়েছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি বিশবকে জানা সাধারন জ্ঞান বাড়ানো। ঐ ডায়রী ছিল আমার জীবনের প্রথম পৃথিবী। ওই অল্প বয়সে পৃথিবীকে জানার যে স্পৃহা ছিল তাতে অল্প দিনেই ডাইরীটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম।ঐ ডায়রী পরতে পরতে এক জায়গায় আমি দেখেছিলাম সপ্নের শহর প্যারিস। **Paris is a city of Civilization.**

বিখ্যাত সেইন নদী এই সুন্দরী নগরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এক সময়ে নগরীর দুই অংশের জনসাধারন পারাপারের বাহন হিসেবে নৌকা ব্যাবহার করতো । বর্তমানে অস ংখ্য ব্রীজ করে সড়ক ও রেলপথ করা হয়েছে।এখন সেইন নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো চলাচল করে।আরও বিস্মিত হ্লাম যখন জানলাম পৃথিবীর বিষ্ময় আইফেল টাওয়ার সুন্দরী এই নগরীর বুকে দাঁড়িয়ে বিস্ময় ছড়াচ্ছে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে , সাড়ে সাত হাজার টন ইস্পাত দিয়ে তৈরী টাওয়ারটির ভূপৃষ্ঠে ভর শুন্য। টাওয়ারটির চারটি পায়ে কোন ভরই পড়ে না। Franch Structural Engineer M. Gustave Alexandre Eiffel টাওয়ারটির নির্মানে এমন সব কলাকৌশল অবলম্বন করেন যাতে প্রতিটি খাচে এসে ভর শুন্য হয়ে যায়। প্রাইমারীতে পড়া কালীন সময়েই আইফেল টাওয়ার আমার কল্পনার পৃথিবীতে রোমাঞ্চ জাগাতো । আসলে প্যারিসের চিঠি লিখতে বসে আমি আমার ছোট বেলাতেই হারিয়ে গিয়েছিলাম।

প্যারিস ণগরীর গোড়া পত্তনের সময়ে ইহার পরিধি ছিল বতমান প্যারিস নগরীর চেয়েও কয়েক গুন বড়। রাজা এফ ফাংকিস প্রথম সেইন নদী পরিবেষ্টিত আইলেন্ডটিতে প্যারিস নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই নগরীর নাম ছিল লিল দো ফস। লিল দো ফস কে রেজো পারীজিয়া বলা হতো। বর্তমানে লিল দো ফসকে ৮ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে, এর ১ ও ২ জোন মূল প্যারিস নগরী।

লিল দো ফসের ভিতর যারা বসবাস করতো তাদেরকে পারীজি বলা হতো। মজার ব্যাপার হলো, পারীজী কথাটির অর্থ[হলো বোট পিপল। উল্লেখ্য সপ্তম শতকে পারীজি ও অন্যান্য প্রভিন্স থেকে আসা বহিরাগতরা সেইন নদীর পাশববর্তী উচু পাহাড় গুলোতে বসবাস শুরু করে। এর মধ্যে বিশেষ করে
উল্লেখ যোগ্য – শারন, মেনিমন্ত, পূবে বেলভিল পশ্চিমে শেইও উত্তরে মোমারত ও সাউথ এ মো সেন্ট জেনেভিভ।

এখানে একটি মজার ব্যাপার হলো প্যারিস যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের কাছে সপ্নের নগরী তেমনি ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকের কাছেও প্যারিস একটি সপ্নের নগরী। **Historicqlly Paris has been a magnet for Franch Provincials.** আর তাই প্রথম বিশব যুদ্ধের পর তখনকার মোট জন সংখ্যার ২/৩ অংশ ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বসতি স্থাপন করে।

আজ প্যারিস বিশেবর অত্যন্ত সুন্দর ও আধুনিক মেগাসিটি । এই নগরী শিল্প – সাহিত্য গবেষনা ও প্রসারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সু-পরিচিত। **Artists,Writers,Composers,Visitors** দের প্রথম পছন্দ ও প্রথম ভালোবাসার নগরী। লিওনাদ দো ভেঞ্চির মোনালিসার রহস্যময়ী হাসি আর আইফেল টাওয়ার পৃথিবীর শত কোটি মানুষের মনে গেথে আছে।

চলবে ------

Paris. 10-06-2008
Polashsl at yahoo.fr